রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

"জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের
জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল হোক"

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, জুলাই ২২, ২০২০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ০৫ শ্রাবণ ১৪২৭/২০ জুলাই ২০২০

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৪২১.৬২.০২২.১৯.১৪৪—দেশবরেণ্য প্রথিতযশা বর্ষীয়ান সাংবাদিক এবং বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ও ভাষা-সৈনিক জনাব কামাল লোহানী গত ২০ জুন ২০২০ তারিখে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ... রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর।

২। বর্ষীয়ান সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ও সাংবাদিক জনাব কামাল লোহানীর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ ও তাঁর রূহের মাগফেরাত কামনা এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানিয়ে মন্ত্রিসভার ২৯ আষাঢ় ১৪২৭/১৩ জুলাই ২০২০ তারিখের বৈঠকে একটি শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

৩। মন্ত্রিসভার বৈঠকে গৃহীত উক্ত শোকপ্রস্তাব সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

মূল্য : টাকা ৪.০০

মন্ত্রিসভার শোকপ্রস্তাব

২৯ আষাঢ় ১৪২৭
ঢাকা: ----------
১৩ জুলাই ২০২০

দেশবরেণ্য প্রথিতযশা বর্ষীয়ান সাংবাদিক এবং বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ও ভাষা-সৈনিক জনাব কামাল লোহানী গত ২০ জুন ২০২০ তারিখে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ... রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর।

জনাব কামাল লোহানী ১৯৩৪ সালে সিরাজগঞ্জ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। কামাল লোহানী নামে ব্যাপক পরিচিতি পেলেও তাঁর প্রকৃত নাম আবু নঈম মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল খান লোহানী।

ষাটের দশক থেকে রাজনীতি আর সংস্কৃতি যখন সমান্তরাল পরিক্রমায় চলছিল, তখন জনাব কামাল লোহানী ছিলেন সেই সমন্বিত বন্ধনের একজন সফল রূপকার। রাজনীতি, সংস্কৃতি ও সাংবাদিকতা এই তিন ক্ষেত্রেই ছিল তাঁর দৃপ্ত পদচারণা।

ছাত্রাবস্থায়ই বায়ান্ন'র ভাষা আন্দোলনে সম্পৃক্ত হন কামাল লোহানী। পাবনার এডওয়ার্ড কলেজের ছাত্র থাকাবস্থায় ১৯৫৩ সালে মুসলিম লীগের সম্মেলন উপলক্ষ্যে তৎকালীন পূর্ববাংলার মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিনের পাবনা গমনের বিরোধিতা ও প্রতিবাদ করায় তাঁকে কারান্তরীণ করা হয়। এরপর ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের পক্ষে প্রচারণায় অংশগ্রহণ করলে ২২ ফেব্রুয়ারি তারিখে পুনরায় গ্রেফতার হন তিনি।

১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর দেশে সামরিক আইন জারি হলে জনাব কামাল লোহানী আত্মগোপনে যান। ১৯৬২'র শিক্ষা আন্দোলনে তাঁর বিরুদ্ধে হুলিয়া জারি হয় এবং তিনি কারারুদ্ধ হন। কারামুক্তির পর জনাব লোহানী সাংস্কৃতিক সংগঠন 'ছায়ানট'-এর সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং দক্ষতা ও ঐকান্তিক আগ্রহে এর সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনা করেন। ছায়ানটে প্রায় সাড়ে চার বছর দায়িত্ব পালনের পর স্ব-উদ্যোগে গড়ে তোলেন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান 'ক্রান্তি'। এছাড়া উদীচী এবং আরও অনেক সাংস্কৃতিক সংগঠনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে সংযুক্ত ছিলেন রাজনীতি- ও সংস্কৃতি-সচেতন এই ব্যক্তিত্ব। নৃত্যশিল্পের প্রতিও প্রবল ঝোঁক ছিল কামাল লোহানীর।

বর্ণাঢ্যময় কর্মজীবনের অধিকারী জনাব কামাল লোহানী ১৯৫৫ সালে 'দৈনিক মিল্লাত' পত্রিকায় যোগদানের মধ্য দিয়ে সাংবাদিকতায় তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। এছাড়া, তিনি বিভিন্ন সময়ে 'দৈনিক আজাদ', 'দৈনিক সংবাদ', 'দৈনিক পূর্বদেশ', 'দৈনিক বঙ্গবার্তা'-সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দৈনিক পত্রিকার দায়িত্বপূর্ণ পদে কর্মরত ছিলেন। সত্তর সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সাংবাদিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন কামাল লোহানী।

ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের সময় তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের অন্যান্য সাংস্কৃতিক ব্যক্তিদের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন জনাব কামাল লোহানী। মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রাক্কালে বিপুল সংখ্যক সাংস্কৃতিক কর্মী ও সংগঠনকে সংগঠিত করে 'বিক্ষুব্ধ শিল্পী সমাজ' গঠনের প্রক্রিয়ায় তাঁর ভূমিকা ছিল গুরুত্ববহ। জনাব কামাল লোহানী মুক্তিযুদ্ধকালে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের বার্তা বিভাগের প্রধান হিসাবে অত্যন্ত দক্ষতা, যোগ্যতা ও আন্তরিকতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেন।

জনাব কামাল লোহানী স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে ঢাকা বেতারে যোগদান করেন। তিনি বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক হিসাবে দুই মেয়াদে দায়িত্ব পালনের পর অবসর গ্রহণ করেন।

তিনি সর্বদা প্রতিক্রিয়াশীল ও সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সক্রিয় ছিলেন। তিনি একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি ও সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের উপদেষ্টা ও উদীচী শিল্পী গোষ্ঠীর সভাপতি ছিলেন।

জনাব কামাল লোহানী সাংবাদিকতার পাশাপাশি সাহিত্যেও সৃজনশীলতার পরিচয় রেখেছেন। তাঁর রচিত গ্রন্থের মধ্যে 'মুক্তিযুদ্ধ আমার অহংকার', 'রাজনীতি মুক্তিযুদ্ধ স্বাধীন বাংলা বেতার', 'আমাদের সংস্কৃতি ও সংগ্রাম', 'আমরা হারবো না', 'লড়াইয়ের গান', 'শব্দের বিদ্রোহ' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

বিশিষ্ট সাংবাদিক জনাব কামাল লোহানী বাংলাদেশের সংবাদপত্রের ইতিহাসে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। সাংবাদিক হিসাবে দায়িত্ব পালনকালে তিনি সৃজনশীল, বস্তুনিষ্ঠ ও পেশাদার সাংবাদিকতায় দক্ষতার স্বাক্ষর রাখেন। নিজেকে তিনি ব্যাপৃত রেখেছেন মেধা, যুক্তিবোধ, পেশাদারিত্ব, দায়িত্বশীলতা ও অসাম্প্রদায়িক চিন্তা-চেতনার নিরবচ্ছিন্ন চর্চায়। জনাব কামাল লোহানী বর্তমান বাংলাদেশের বৃহৎ কলেবরের পেশাদারি সংবাদপত্রের অভিযাত্রার অন্যতম পথিকৃৎ সম্পাদক। মুক্তচিন্তা, প্রগতিশীল মূল্যবোধ, মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে সোচ্চার জনাব লোহানী ছিলেন সাংবাদিকতা জগতের এক অনন্য প্রতিষ্ঠান।

সাংবাদিকতায় গৌরবজনক অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ জনাব কামাল লোহানীকে ২০১৫ সালে 'একুশে পদক'-এ ভূষিত করা হয়।

জনাব কামাল লোহানী ব্যক্তিগত জীবনে ছিলেন সহজ-সরল জীবনযাপনে অভ্যস্ত, সদালাপী, মুক্তচিন্তায় বিশ্বাসী ও অসাম্প্রদায়িক চেতনার অধিকারী।

জনাব কামাল লোহানীর মৃত্যুতে জাতি একজন প্রগতিশীল সাংবাদিক, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ও সমাজকর্মীকে হারাল। দেশের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও সাংবাদিকতার অঙ্গনে সৃষ্টি হল এক অপূরণীয় শূন্যতা।

মন্ত্রিসভা বর্ষীয়ান সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ও সাংবাদিক জনাব কামাল লোহানীর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে তাঁর রূহের মাগফেরাত কামনা করছে। মন্ত্রিসভা তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছে।

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আসাদুজ্জামান, উপপরিচালক (অতিঃ দায়িত্ব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website : www.bgpress.gov.bd